ডাটা এন্ট্রি শিল্প ও সরকারের করণীয়

মোঃ আবদুল কাদের

কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রি বা কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানী শিল্প গড়ে তোলার আহবান নিয়ে কমপিউটার জগৎ বেশ কিছুদিন যাবৎ সোচ্চার। অবিলম্বে এ শিল্প গড়ে তোলার সপক্ষে দেশের বেশ কয়েকজন কমপিউটার বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ সাংবাদিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন ফোরামে জোরালো বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করে এ শিল্প গড়ে তুললে অচিরেই দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এ শিল্পটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশে দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারে। এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেধা ও প্রযুক্তি আমাদের আছে। আমাদের দেশে এ শিল্পটি রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের চেয়েও অনেক গুণ বেশি আয়ের পথ খুলে দিতে পারে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, এ শিল্পের সম্ভাবনার কথা বর্তমানে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সরকারী বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা এ ব্যাপারে নিস্ক্রীয় থাকায় সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য তাঁরা কমপিউটার জগৎ-কেই এগিয়ে আসতে বলেছেন। তাঁরা আমাদের এ ব্যাপারে সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার কথাও বলেছেন। আমরা এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। আমাদের অনুরোধে, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আগ্রহে এবং এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাঁরা নিজ নিজ উদ্যোগে সেমিনার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ জন্যে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে তাদের সকলকেই ধন্যবাদ।

সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার যে রূপরেখা চেয়েছেন তা বিভিন্নভাবে কমপিউটার জগৎ-এ অনেক লেখায় এসেছে। তবু এ বিষয়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেবার স্বার্থে এখানে আমরা এ শিল্প স্থাপনে সরকারের আশু করণীয়সমূহ পুনরায় সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি :

১। অবিলম্বে ১০০ থেকে ২০০টি টার্মিনাল বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক "কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানী কেন্দ্র (কমপিউটার পল্লী) স্থাপন করতে হবে। এর সাথে প্রয়োজনীয় প্রিন্টার ফ্যাক্সসহ অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামও রাখতে হবে। এটির মালিকানা থাকবে সরকারের, তবে যে কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশে কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনে এটিকে বা এর অংশ বিশেষ নির্ধারিত হারে ভাড়া নিতে পারবে। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সবাই এটাকে বাইরের অর্ডারদাতাদের কাছে তাদের কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হবে বলে দেখাতে পারবেন। এ ব্যবস্থা অর্ডারদাতাদের আস্থা অর্জনে সহায়তা করবে।

বিদেশী অর্ডার হয়তো কেন্দ্রটি স্থাপন করার পর পরই পাওয়া যাবে না। অব্যবহৃত সময়টুকুতে এখানে সরকারী কর্মকর্তা বা অন্যদের সংক্ষিপ্ত কোর্সের ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে।

স্থানীয় ডাটা এন্ট্রি শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্যও এটিকে বিবিধ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। রাজনৈতিক অস্থিরতার বলয় থেকে যথাসম্ভব দূরে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করতে হবে। এ মুহূর্তে বিমানবন্দর এবং কূটনৈতিক এলাকার কাছাকাছি কোন স্থান এটির জন্য নির্বাচন করা সমীচিন হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে হবে। এবং জরুরী প্রয়োজন মোকাবিলা করার জন্য ট্যান্ড বাই জেনারেটর রাখতে হবে।

৩। পরবর্তী পর্যায়ে ইপিজেড-এর কনসেপ্টের মত করে ছোট ছোট পল্লী গড়ে তোলা যেতে পারে। যেখানে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

৪। স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগের জন্য বর্তমানে টিএন্ডটি বিভাগের অধীনে ভাড়া করা বেশ কয়েকটি চ্যানেল আছে যার বেশির ভাগই দৈনিক মাত্র কয়েক ঘন্টা ব্যবহৃত হচ্ছে। স্যাটেলাইট মারফত অন-লাইন ডাটা ট্রান্সমিশনের প্রয়োজন হলে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানীকারক কোম্পানীসমূহকে নতুন হাই স্পীড চ্যানেলের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এগুলি অব্যবহৃত সময় ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করতে দেয়ার ব্যবস্থাটুকু করতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে প্রযুক্তিগত কোন বাধা নেই। বাধা আমলাতান্ত্রিক।

৫। "ডাটা এন্ট্রি বা সফটওয়্যার বাংলাদেশে সবচেয়ে সস্তায় পাওয়া যায়"— এ তথ্যটি বিদেশের সরকার সমূহকে বোঝাতে পারলে ভারতের মত আমাদের এখানেও বিদেশের অর্থানুকূলেই এ ধরণের কমিউনিকেশন লিঙ্ক স্থাপন করা সম্ভব। এ জন্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনসমূহ এবং এ দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও নেতৃবর্গ যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেন।

৬। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায়, সভা-সেমিনারে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালাতে হবে যে, এ দেশে সস্তায় কমপিউটার সার্ভিস পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিদেশীদের আকৃষ্ট করার জন্য আকর্ষণীয় বুকলেট/পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রেও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

৭। দেশে সফটওয়্যার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন (বাংলাদেশও যাতে স্বাক্ষরদাতা) অবিলম্বে বলবৎ করে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে বিদেশীরা এখানে কাজ দিতে আসবে না। সফটওয়্যার রপ্তানী এমনকি হার্ডওয়্যার তৈরির যৌথ প্রকল্পেও এদেশে কেউ এগিয়ে আসবে না। স্থানীয় বাজারের জন্যও কোন সংস্থা গড়ে উঠবে না। ফলাফল হিসাবে এ দেশীয় অভিজ্ঞ দক্ষ জনবলও তৈরি হবে না। এ লাইনের অভিজ্ঞদের বিদেশেও অফুরন্ত চাহিদা রয়েছে। একমাত্র ইসরাইল ছাড়া পৃথিবীর কোন উন্নত দেশই সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

৮। আমদানী-রপ্তানী আইনসমূহ আরও উদার করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ ও বিনিময় পদ্ধতি সহজ করে অন্যান্য দ্রুত উন্নতিশীল দেশের সমতুল্য পর্যায়ে আনতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ শিল্পকে সম্পূর্ণ করমুক্ত রাখার ঘোষণা দিতে হবে।

৯। কাস্টমসের জটিলতা দূর করে বিদেশ থেকে আনা কাগজপত্রসমূহ দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করে ক্যুরিয়ার সার্ভিসের গতি বাড়াতে হবে। বিশেষ করে প্রকাশনার কাজে টেলিকমিউনিকেশনের চেয়ে ফ্লপি ডিস্কই বেশি ব্যবহৃত হয়।

১০। উপরের প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে ত্বরিৎ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন ও তদারকির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি কেবিনেট সাব কমিটি গঠন করতে হবে।

এ সেক্টরকে Priority বা অগ্রাধিকার খাতের তালিকাভুক্তি করতে হবে। তা না হলে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এ দেশ যে সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসেছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়/দীর্ঘসূত্রিতায় তার ফল লাভ থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হবে।

উপরের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা করার নামে কালক্ষেপন করার দরকার নেই। কারণ পদক্ষেপগুলোতে ডাটা এন্ট্রি/সফটওয়্যার রপ্তানী সম্ভব না হলেও স্থাপিত কেন্দ্রটিকে সবসময়ই একটি উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। যা এদেশের জন্য এ মুহূর্তে খুবই জরুরী।

এক লক্ষ টাকার পোষাক রপ্তানী করে প্রায় এক যুগ আগে গার্মেন্টস্ শিল্প এদেশে শুরু হয়েছিল। আজ ২১০০ কোটি টাকার আমদানী ও ৩০০০ কোটি টাকার রপ্তানীর শিল্পে উন্নীত হয়ে টেইলারিং সার্ভিস দিয়ে দেশ আয় করছে বছরে ৯০০ কোটি টাকা। প্রথম দিকে সরকারের মনোযোগ, পৃষ্ঠপোষকতা যেমন দরকার পড়েছে গার্মেন্টস-এ, তেমনি ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রেও শিল্পটি গড়ে ওঠার সময়টুকুতে সরকারী বিনিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষতা দরকার। পরিমানে অল্প হলেও আজ আরামবাগের গলির ভেতরে গুপ্তীতে আমেরিকা বা সিঙ্গাপুরের যে বই কম্পোজ হচ্ছে বা ধানমণ্ডি-বিজয়নগরের ছোট্ট অফিস বাড়ীতে যে ডাটা এন্ট্রির কাজ হচ্ছে তা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে স্বল্প মজুরীর এদেশটিতে কি পরিমাণ রপ্তানী আয় বাড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

পৃথিবীর সব সেরা কমপিউটার প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানী সরবরাহকারী এদেশটি সবচেয়ে কম মজুরী নিয়ে ডাটা এন্ট্রির মত শিল্পে প্রবেশ করতে না পারলে দেশও জাতির জন্য তা আত্মঘাতিই হবে বৈকি। ●

কমপিউটার খেলা প্রকল্প

পুরস্কার ঘোষণা

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের কমপিউটার খেলা প্রকল্প বিভাগটির জন্য পুরস্কার ঘোষণা করছে কমপিউটারলাইন।

সবচে সুন্দর খেলাটির প্রোগ্রামারকে দেয়া হবে এক হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে দেয়া হবে পাঁচ শত টাকা।

আমাদের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকল্প-১ দেয়া হয়েছিল। এ খেলাটি ইতিমধ্যেই অনেকে পাঠিয়েছেন। অসংখ্য পাঠকের অনুরোধে এই খেলাটি জমা দেয়ার সময় সীমা বাড়িয়ে শেষ সময়সীমা ২৪শে জানুয়ারী '৯২ করা হলো।

যুক্তিযুক্ত কারণেই এবারে নতুন খেলা দেয়া হলো না।